শীলভদ্র

তখন রাজসভার কাজ চলেছে । রাজা হর্ষশিলাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ সেই সভায় এসে ঢুকলেন । তাঁর সারা গায়ে ধুলোমাটি, দেখলেই বোঝা যায় তিনি অনেক দূর থেকে আসছেন। রাজা জিজ্ঞেসা করলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"আমি ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক, যাকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়, সেখানে থেকে আসছি । একটি বিশেষ ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছি।"

"বলুন আপনার ইচ্ছাটা কী ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ।

"আমি শুনেছি আপনার নালন্দা মহাবিহারে অনেক পণ্ডিত আছেন ।"

রাজা বললেন, "আপনি ঠিকই শুনেছেন । এই মহাবিহারে দশ হাজার ছাত্র আছে, তারা নানা বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছে । এদের যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা সবাই পণ্ডিত ব্যক্তি । তবে ধর্মপাল যিনি নালন্দা মহাবিহারের প্রধান তাঁর মত নানা বিষয়ে পণ্ডিত আর কেউ নেই ।"

"আমি নিজেও একজন পণ্ডিত । ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণে, পশ্চিমের সব বড়-বড় পণ্ডিতেরা তর্কে আমার কাছে হেরে গেছেন । এখন নালন্দার এক-আধজন পণ্ডিতকে আমি তর্কে হারাতে চাই । তাহলে সারা ভারতবর্ষে আমার মত পণ্ডিত কেউ থাকবে না। কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে

অহঙ্কার ফুটে উঠল।

রাজা বললেন, "ঠিক আছে, আপনি অনেকদূর থেকে এসেছেন, এখন বিশ্রাম করুন, আমি ধর্মপালকে খবর পাঠাচ্ছি।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজা হর্ষশিলাদিত্যের রাজ্য সভায় কে ঢুকলেন ?
2. দাক্ষিণাত্য ভারতের কোন দিকে অবস্থিত ?
3. পন্ডিত ব্যক্তি ছাত্রদের কোথায় শিক্ষা দিচ্ছিলেন ?
4. কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মুখে কী ফুটে উঠল ?

নালান্দায় এ খবর পৌঁছতেই সমস্ত মহাবিহারেই খবরটা ছড়িয়ে গেল। ধর্মপালের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য দণ্ডদেব, পরে তারই নাম হয় শীলভদ্র। এ খবর পেয়ে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে দণ্ডদেবও এলেন গুরু ধর্মপালের কাছে। দণ্ডদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি এখনই যেতে হবে ?

ধর্মপাল বললেন, হ্যাঁ, আমাকে এখনই যেতে হবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে।"

দণ্ডদেব বললেন, "তবে আমাকে আপনার বদলে ঐ তর্কযুদ্ধে বসতে অনুমতি দিন।"

অন্য সব ছাত্ররা ধর্মপালের বদলে অল্প বয়সী দণ্ডদেবকে তর্কযুদ্ধে যেতে দিতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু ধর্মপাল বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। আমি জানি দণ্ডদেব নিশ্চয়ই জয়ী হবেন।

সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে দণ্ডদেব জয়ী হলেন। রাজা খুশি হয়ে দণ্ডদেবকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। কিন্তু দণ্ডদেব বললেন, "আমি ভিক্ষু, আমি টাকা-পয়সা নিয়ে কি করব।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. দন্ডদেবের গুরুর নাম কী ?
2. ধর্মপালকে দন্ডদেব কী অনুরোধ করেছিলেন ?
3. রাজা খুশি হয়ে দন্ডদেবকে কী দিয়েছিলেন ?

রাজা কিছুতেই কোন কথা শোনেন না। তখন তিনি ঐ টাকা দিয়ে একটি বৌদ্ধবিহার তৈরি করালেন। এই সময়ে থেকেই দণ্ডদেবের নাম হল শীলভদ্র অর্থাৎ যিনি আচার-আচরণে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সপ্তম শতাব্দীতে সমতট রাজ্যের রাজার ঘরে শীলভদ্রের জন্ম । সমতট হল আজকাল যাকে বাংলাদেশ বলা হয় তারই দক্ষিণ অংশ। কিন্তু রাজার ছেলে রাজ্য চায় না, ধন-সম্পত্তি চায় না, চায় শুধু জ্ঞান। পড়াশুনো করার জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করলেন, অল্প বয়সেই সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালেন বৌদ্ধ-ধর্ম-শাস্ত্র এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য । তারপর আরোও জ্ঞানের আশায় তিনি নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য ধর্মপালের শিষ্য হলেন, ভিক্ষু হলেন । এরপর শীলভদ্র ধর্মপালের কাছে নানা শাস্ত্র শিক্ষা নিতে লাগলেন। বৌদ্ধ ধর্মের আঠোরোটি বিষয় ছাড়াও বেদ, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা নিলেন।

নালন্দা যদিও বৌদ্ধ মহাবিহার, কিন্তু সেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম-শাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও পড়ান হত । একমাত্র শীলভদ্রই সব বিষয়েই পণ্ডিত ছিলেন । সমস্ত বিদ্যায় তাঁর এত জ্ঞান ছিল যে শ্রদ্ধায় কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করত না, বলত ধর্মনিধি । ধর্মপালের পর শীলভদ্রই নালন্দা মহাবিহারের প্রধান হন।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শীলভদ্রর জন্ম কবে হয় ?
2. শীলভদ্র ক'টি বিষয়ে পন্ডিত ছিলেন ?
3. হুয়েন সাং নালন্দায় কবে আসেন ?

ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে ছাত্ররা আসত, এমনকি বিদেশ থেকেও ছাত্ররা আসত শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা নিতে । ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনা দেশের পণ্ডিত হুয়েন সাং নালন্দায় আসেন শীলভদ্রের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ।

শীলভদ্র অনেকদিন পর্যন্ত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান ছিলেন । আজও আমরা শীলভদ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করি ।

জেনে রাখো

সিংহাসন — রাজার বসার আসন **বৌদ্ধ বিহার** — বৌদ্ধ মঠ

মহাবিহার — বড় বৌদ্ধমঠ **শতাব্দী** — একশ বছর

শাস্ত্র — ধর্ম বিষয়ের প্রাচীন গ্রন্থ **অহঙ্কার** — গর্ব, দর্প

শ্রদ্ধা — ভক্তি **ত্যাগ** — ছাড়া

শীলভদ্র — যিনি আচার আচরণে সর্বশ্রেষ্ঠ

পাঠ পরিচয়

নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য ধর্মপালের শিষ্য দন্ডদেব পরে শীলভদ্র নামে বিখ্যাত হন। সপ্তম শতাব্দিতে সমতট রাজ্যের (এখনকার বাংলা দেশের দক্ষিণ অংশ) রাজার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানলাভের জন্য রাজ্য ত্যাগ করে নানা জায়গায় ঘুরে, পরে ধর্মপালের শিষ্য হয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের আঠারোটি বিষয়, বেদ, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে চিনের পন্ডিত হুয়েন সাং তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতে আসেন। শীলভদ্র বহুদিন পর্যন্ত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান ছিলেন।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. নালন্দা মহাবিহারে কতজন ছাত্র ছিল ?
2. নালন্দা মহাবিহারের প্রধানের নাম কী ছিল ?
3. দন্ডদেব কার বদলে তর্কযুদ্ধে বসেছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো

4. ধর্মপালের শিষ্য দন্ডদেব কার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন ? তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?
5. হুয়েন সাং শীলভদ্রের কাছে কেন এসেছিলেন ? হুয়েন সাং কে ছিলেন ?
6. তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য রাজা খুশি হয়ে শীলভদ্রকে কী পুরস্কার দিয়েছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. শীলভদ্রের কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা কেন আসতো ? বুঝিয়ে লেখো ।

8. দন্ডদেবকে শীলভদ্র কেন বলা হোত ? 'শীলভদ্র' কথাটির অর্থ কী ? এ বিষয়ে নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লেখো ।

তর্কযুদ্ধে,	বৌদ্ধবিহার,	শীলভদ্রের,
পুরস্কার,	চিকিৎসা বিদ্যা,	খ্রিস্টাব্দে ।

(ক) ৬৩৭ ..... হুয়েন সাং চিন থেকে ভারতবর্ষে আসেন ।

(খ) শীলভদ্র পুরস্কারের টাকা দিয়ে একটি ..... তৈরি করান ।

(গ) ..... শীলভদ্র জয়ী হলেন ।

(ঘ) রাজা খুশি হয়ে দন্ডদেবকে ..... দিতে চাইলেন ।

(ঙ) শীলভদ্র নানা শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে বেদ ..... প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা নিলেন ।

(চ) আজও আমরা ..... নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করি ।

2. নিচে লেখা ক - অংশের সঙ্গে খ - অংশকে সঠিক ভাবে যোগ করো

ক	খ
হর্ষশিলাদিত্য	নালন্দা মহাবিহারের প্রধান
ব্রাহ্মণ	শীলভদ্রের আগের নাম
ধর্মপাল	প্রসিদ্ধ রাজা
দন্ডদেব	দক্ষিণের পন্ডিত

হুয়েন সাং	ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক
সমতট	চিন দেশের পন্ডিত
নালন্দা	শীলভদ্রের জন্মস্থান
দাক্ষিণাত্য	মহাবিহার

3. বাক্য তৈরি করো

সভা	অনুমতি
পন্ডিত	পুরস্কার
গুরু	চিকিৎসা বিদ্যা

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

জেনে রাখো

4. বিশেষ্য অর্থাৎ নামের বদলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম বলে ।

যেমন —

আমি বেড়াতে যাব । তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

সে আজ এসেছে ।

আমি, তুমি, সে শব্দগুলি কোন না কোন নামের বদলে ব্যবহাত হয়েছে । একই শব্দ বারবার ব্যবহার করলে শুনতে ভালো লাগেনা । তাই নামের বদলে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়।

নিচের অংশটিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের ব্যবহার করা হয়েছে । সেগুলিকে চিহ্নিত (—) করে দেখাও —

"তখন রাজসভার কাজ চলেছে । রাজা হর্ষ শিলাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন । এমন একজন ব্রাহ্মণ সেই সভায় এসে ঢুকলেন । তাঁর সারা গায়ে ধুলোমাটি, দেখলেই বোঝা যায় তিনি অনেক দূর থেকে আসছেন । রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"আমি ভারত বর্ষের দক্ষিণ দিক, যাকে দাক্ষিণাত্য বলা হয় সেখান থেকে আসছি । একটি বিশেষ ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছি ।"